বাংলাদেশে গমের রাস্ট এবং ব্লাস্ট রোগের পরামর্শ

প্রাক-মৌসুম ২০২৫-২৬

সেপ্টেম্বর ২০২৫

মূল কথা

বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছরে গম ফসলের পাতায় রাস্ট (মরিচা) এবং ব্লাস্ট রোগের ব্যাপক সংক্রমণের কথা বিবেচনা করে, বাংলাদেশের কৃষকদের পরবর্তী মৌসুম শুরুর আগে (২০২৫-২৬) এবং ফসল মাঠে থাকা অবস্থায় রোগ ব্যবস্থাপনার উপযুক্ত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করার জন্য কৃষক ভাইদের প্রস্তুত থাকা অত্যন্ত জরুরী।

মূল বার্তা

গমের রাস্ট এবং ব্লাস্ট রোগের প্রতি সহনশীল/ রোগ প্রতিরোধে সক্ষম আধুনিক জাত সমূহ স্থানভেদে চাষাবাদের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

কার্যক্রম

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলিতে ২০২৫-২৬ গম চাষের মৌসুমে বারি গম ৩৩ এবং বিডাব্লিউএমআরআই গম ৩ পছন্দসই জাত হিসাবে বেছে নেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ২০২৪-২৫ মৌসুমে গম ফসলে প্রাপ্ত রাস্ট এবং ব্লাস্ট রোগের উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণগুলো:

- বিগত কয়েক বছরের মাঠ পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩৮টি জেলাতে গমের পাতার মরিচা রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে। (ডানদিকে চিত্র ১)
- গত মৌসুমে ৩৮টি জেলায় সর্বমোট ৮৭৯২টি গম ফসলের মাঠ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণকৃত মাঠের মধ্যে দেশের মধ্য-পশ্চিম, এবং দক্ষিণাঞ্চলে গমের পাতার মরিচা রোগের সংক্রমণ মাঝারি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে।
- বাংলাদেশের কোন জেলায় স্টেম রাস্ট বা হলুদ (স্ট্রাইপ) রাস্ট রোগের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে পার্শবর্তী দেশে সাম্প্রতিক বছরে স্টেম রাস্ট রোগের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হওয়াতে বাংলাদেশেও এই রোগের জন্য বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।
- অন্যদিকে, দেশের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলে গমের ব্লাস্ট রোগের সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে । নতুন করে দেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চল এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কিছু জেলায় ব্লাস্ট রোগের প্রাদূর্ভাব নিম্ন থেকে উচ্চমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে। (ডানদিকে চিত্র ২)
- বারি গম ৩৩ এবং বিডাব্লিউএমআরআই গম ৩ জাতগুলোর সংক্রমণের তীব্রতা অন্যান্য পুরনো জাতগুলোর তুলনায় শতকরা প্রায় ৩০ -৩৫ % কম পরিলক্ষিত হয়েছে।

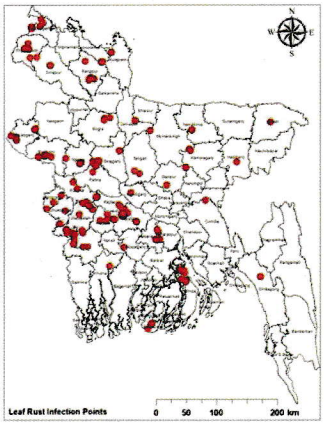

চিত্র ১

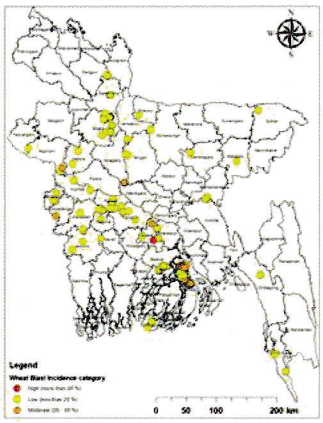

চিত্র ২

সুপারিশ

মৌসুম শুরুর পূর্বেই সঠিক জাত নির্বাচন করতে হবে, বিশেষ করে রাস্ট এবং ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জাত।

কৃষকরা "গমের রাস্ট এবং ব্লাস্ট রোগের" ঝুঁকির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য গমের আধুনিক জাতসমূহ নির্বাচন করা যেতে পারে।

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কাজের আওতায় ২০২৫-২৬ মৌসুমে গমের "সঠিক জাত নির্বাচন" শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন শুরু করা যেতে পারে।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক সম্মিলিতভাবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পছন্দসই জাতগুলো কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে।

পাতার রাস্ট এবং ব্লাস্ট রোগ ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের ৭ দিনের আগাম সতর্কবার্তা এবং উপযুক্ত পরামর্শগুলো গম চাষের ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

যদি প্রস্তাবিত আধুনিক জাতগুলি রোপণ না করা হয়, তবে গম ফসল ঝুঁকিতে পড়তে পারে এবং রোগ সৃষ্টির জন্য পরিবেশ-প্রভাবিত ঝুঁকি বেশি হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে, পাতার রাস্ট এবং ব্লাস্ট রোগ মোকাবেলার জন্য মৌসুমের শুরুতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাপনা গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।